

HSC 2025



GAMECHANGER!

ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স ২০২৫

আলিবার্ড অফারে

কোর্স এনরোল করতে নিচের লিংকে ভিজিট করো

userweb.utkorsho.org

অথবা কল করো

+88 09613 715 715

বাংলা-১য়

শেকচার-০৮

- বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

~~(বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, আবেগ)~~
- বাক্যে নির্ণয় করণ

Topic



➤ বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

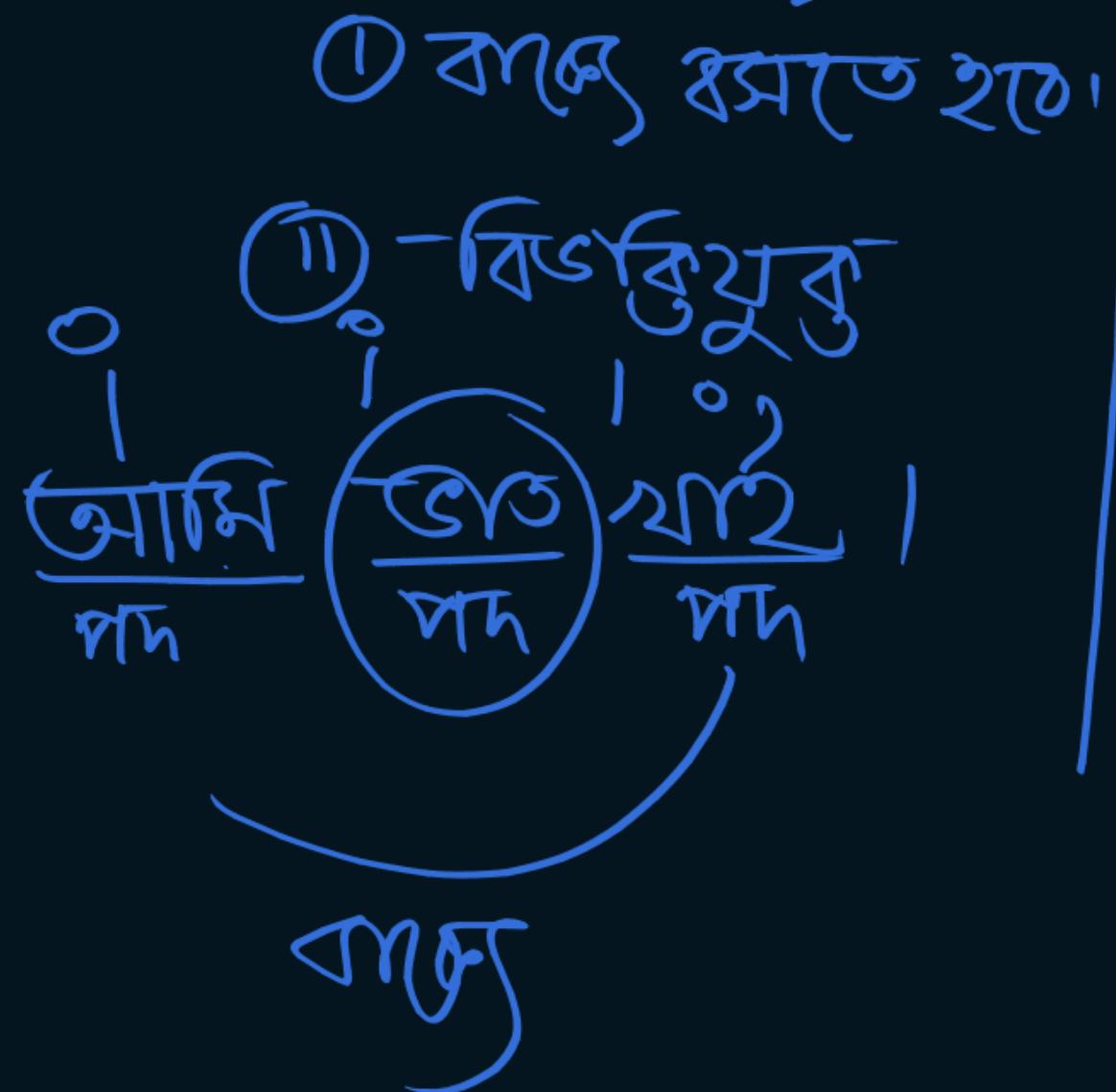
* বাংলা ভাষার শব্দসমূহের ব্যাকরণগত অবস্থান অনুযায়ী শব্দগুলোকে যে কয়েকটি ভাগে
বিভাজিত করা হয়, তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

- ✓ ১) বিশেষ
- ✓ ২) বিশেষণ
- ✓ ৩) সর্বনাম
- ✓ ৪) ক্রিয়া
- ✓ ৫) ক্রিয়া-বিশেষণ
- ✓ ৬) অনুসর্গ
- ✓ ৭) যোজক
- ✓ ৮) আবেগ শব্দ



পদ/শব্দ



Single → কোনো সম্পর্ক নাই



বিভিন্ন পদের মধ্যে সম্পর্ক নাই

(নাম)

১

বিশেষ্য পদ

(Name)

বাক্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্ত্র, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

নাম ←
বিশেষ্য পদ

৮

৫

৬

- নামবাচক বিশেষ্য ১
- জাতিবাচক বিশেষ্য ২
- বস্ত্র বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য ৩
- সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ৪
- ভাববাচক বিশেষ্য ৫
- গুণবাচক বিশেষ্য ৬

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ → (Proper Noun)

যে বিশেষ পদ দ্বারা কোনে ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থের নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ বলে।

(ক্ষেত্র বিষয়ে প্রচলিত নাম)

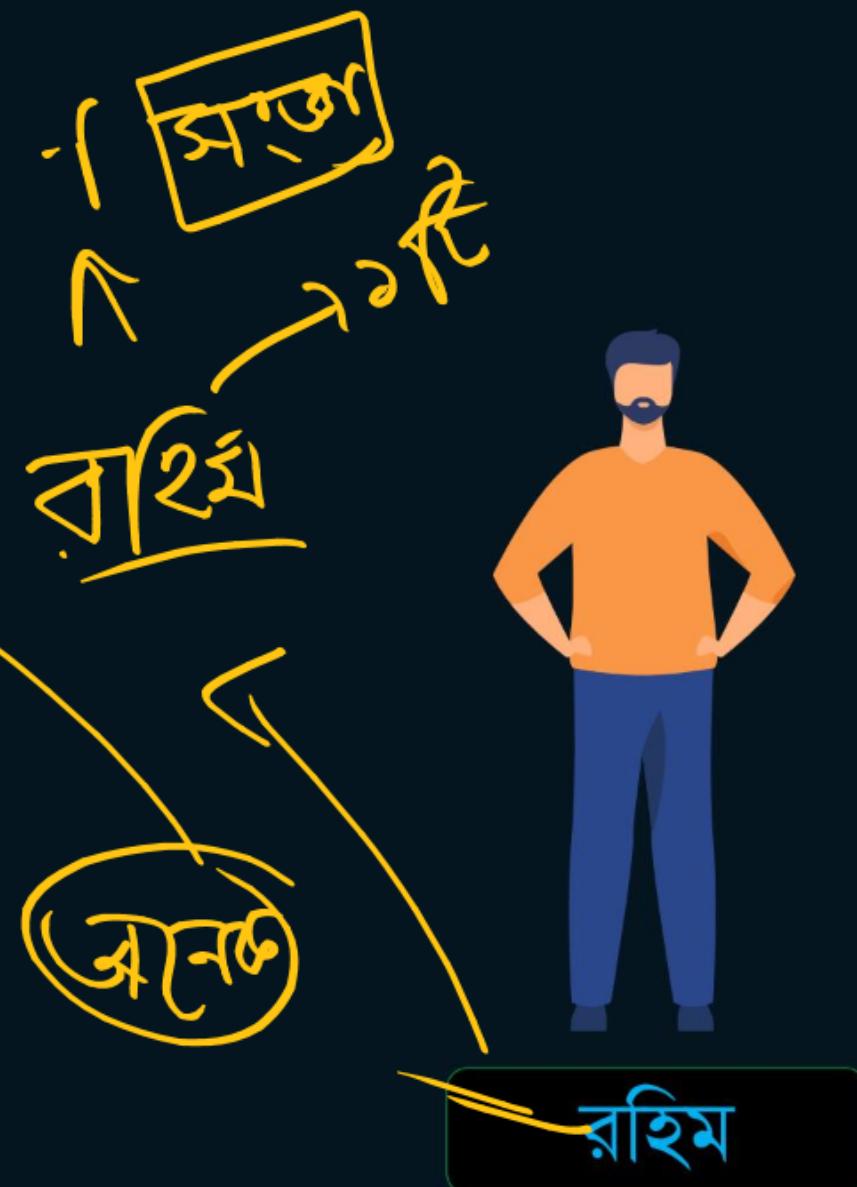
ব্যক্তির নাম	নজরুল, ওমর, শেখ মুজিব, রবীন্দ্রনাথ...
✓ ভৌগোলিক স্থান	ঢাকা, রাজশাহী, লন্ডন, প্যারিস...
ভৌগোলিক সংজ্ঞা	(নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি) মেঘনা, হিমালয়, আরব, বঙ্গপোসাগর...
গ্রন্থের নাম	অগ্নিবীণা, শেষের কবিতা, অসমান্ত আত্মজীবনী.....

✓ পৃথক অন্তর - (১৫)

জাতিবাচক বিশেষ্য — (Common Noun)

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা একই জাতীয় প্রাণী অথবা পদার্থের **সাধারণ নাম** বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে।

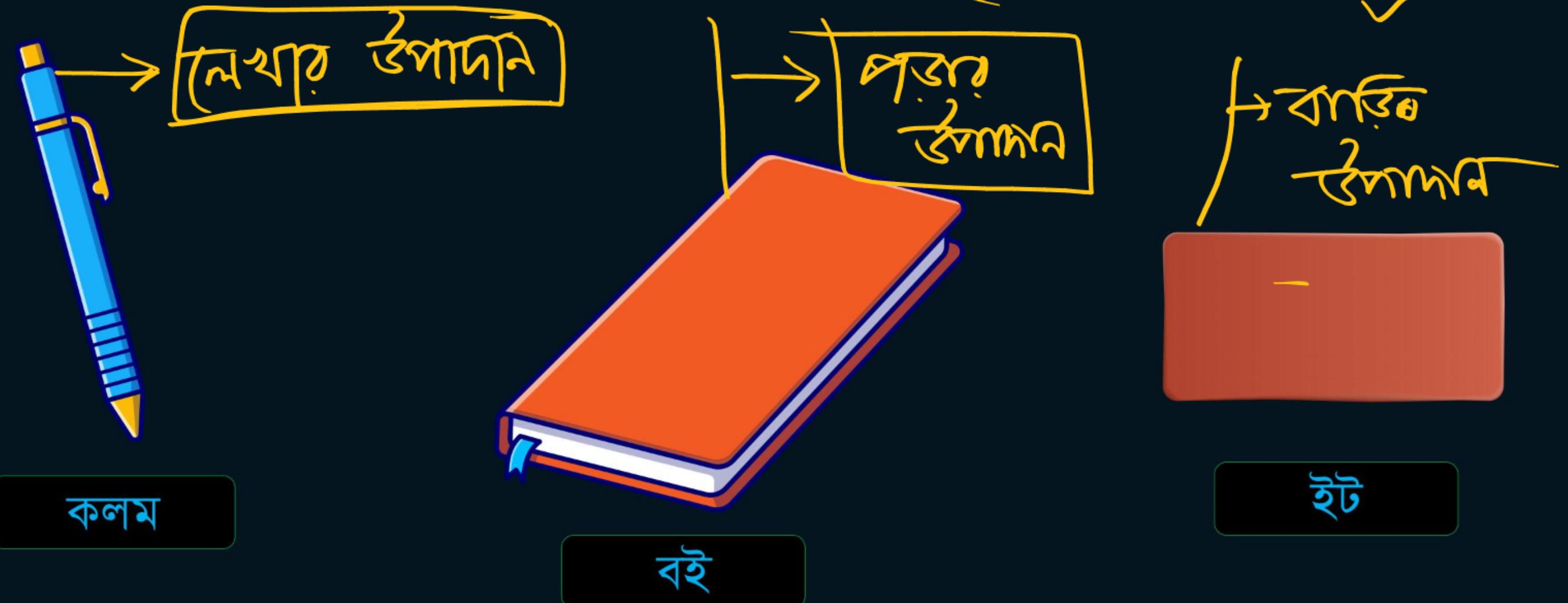
যেমনঃ মানুষ, গরু, পাখি, গাছ ইত্যাদি।



বস্তু বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য (Materials)

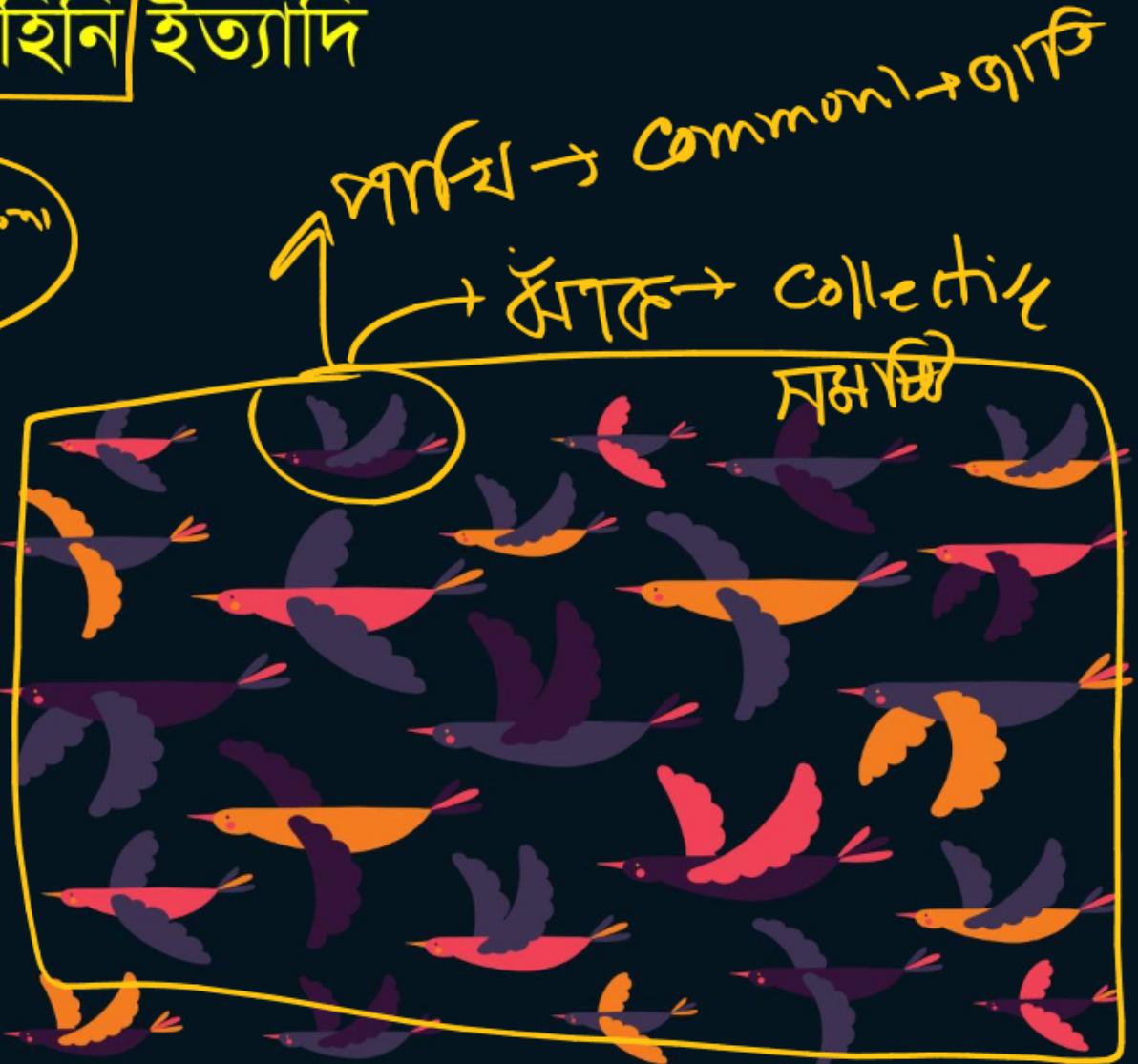
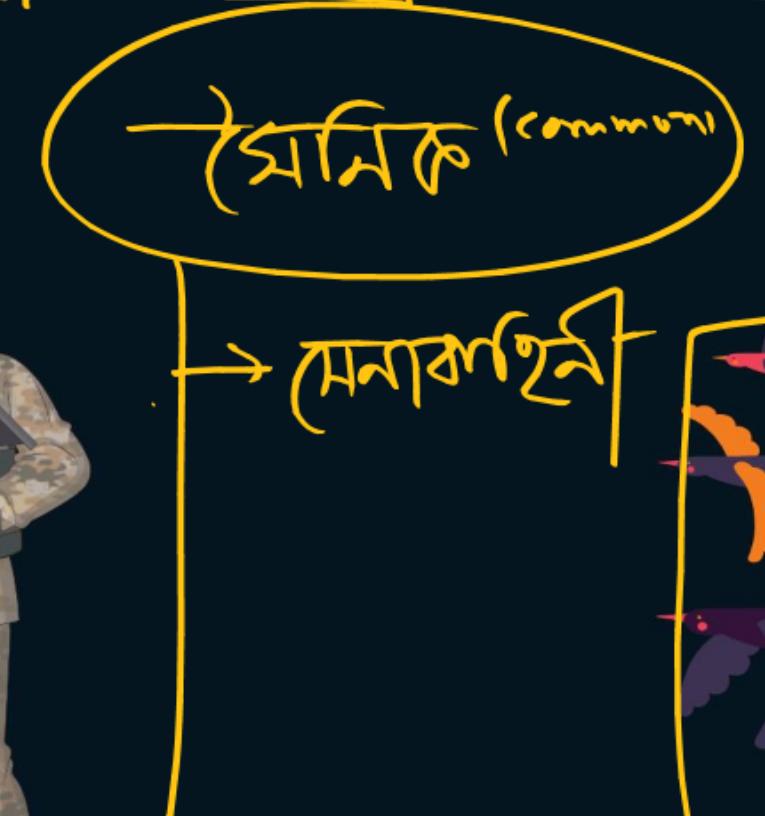
যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো **উপদানবাচক** পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে
(ব্রহ্ম)

যেমনঃ বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, চাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি। → (ব্রহ্ম, দ্রব্য) (ব্রহ্ম/দ্রব্য)



ମର୍ମିମନ୍ ଏହୁଁ < ସମତ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ → (Collective)

ଯେ ବିଶେଷ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବେଶକିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀର ସମତ୍ତି ବୋଲାଯ ତାହେ ସମତ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ବଲେ ।



ମେନାଫର୍ମି

ଝାଙ୍କ

ভাববাচক বিশেষ্য

ইংরেজি - ইংরেজি (N)

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাবকে বোঝায় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে।

(চ-ত)

দাখিল্য
দখিল্য

(গমন)

গুণবাচক বিশেষ্য

যেমনঃ গমন, দর্শন, ভোজন, (দেখ),

শোনা ইত্যাদি
শ

গম-(গমন)

(গমন)

-দেখ- → দেখে

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোন বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।

(চ/ষ্ট/অ)

যেমনঃ তারুণ্য, মিষ্টি, তারুণ্য, তিক্তি ইত্যাদি

তরুন

মিষ্টি

জন (-তিক্ত) (অমৃতপুর)

অমৃতপুর

দেখা → দর্শন



গতি

(Adj)

বিশেষণ



রহিম ভালো ছেলে।

শিখ্য
শিখন

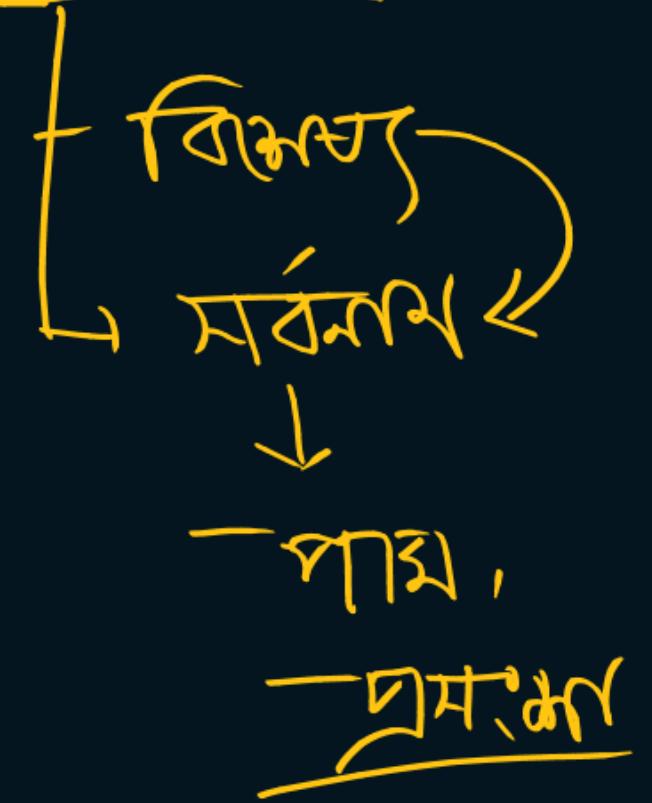
গাড়ি দ্রুত চলে।

শিখ্য
শিখন

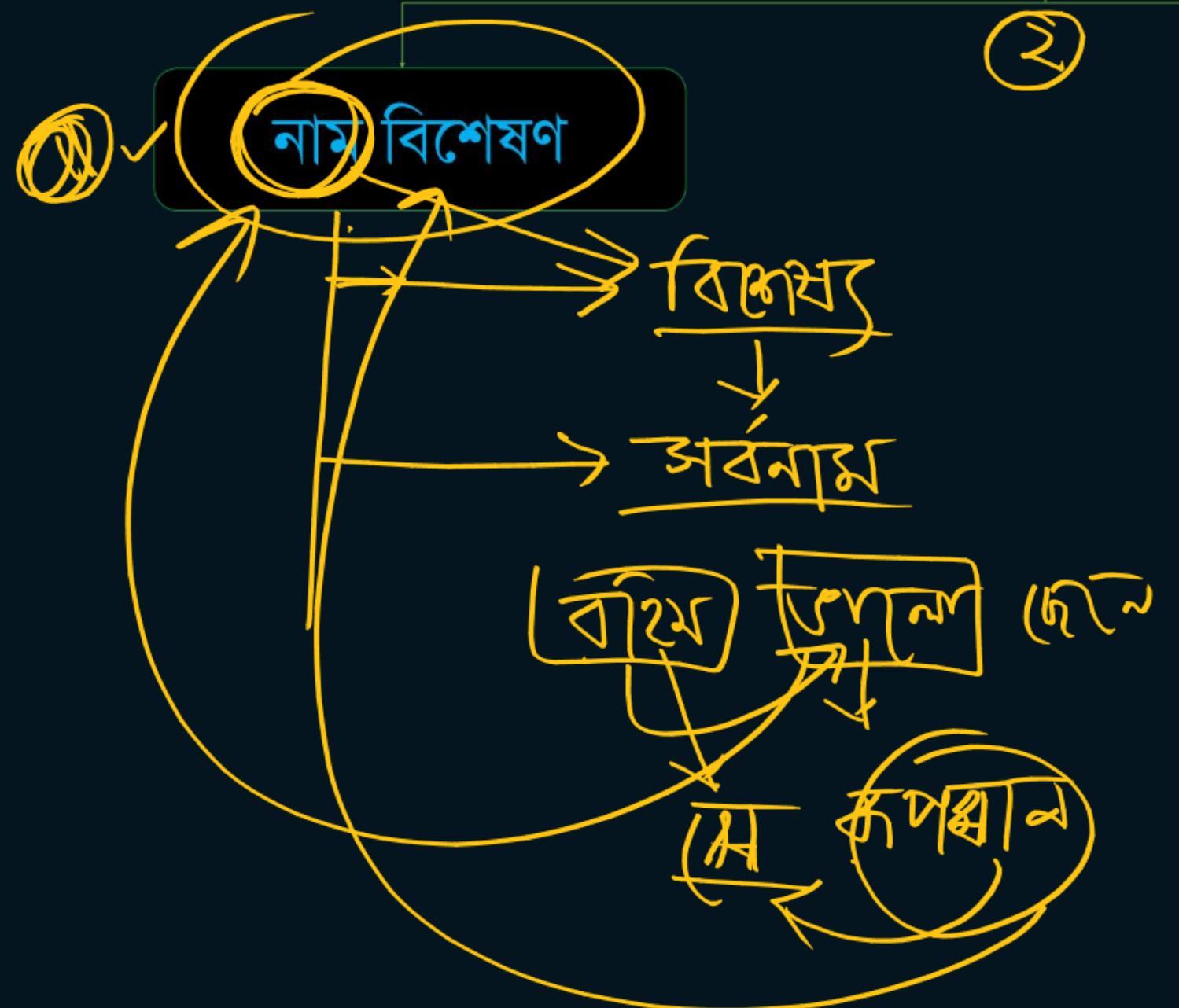
বিশেষণ

যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম, দোষ-গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে।

যেমনঃ



বিশেষণ



২

১।।

তাৰ বিশেষণ

ক্রিয়া শিখন

বিশেষণ শিখন

অব্যুত্পন্ন শিখন

বাক্যে শিখন ।

বিক্রি জাতো মতান্বিত

অবস্থায়ের বিজ্ঞাপন

ক্রিয়া বিভাগ

বাস্তু ব্য.

বীক্ষণ মীক্ষণ রাস্তা সব
সুস্থিতি

বিক্রিশীল বিক্রিঅন্বয়

—তুমি জ্ঞান চূড়া
বিজ্ঞাপন

—তুমি শুন বিজ্ঞাপন চূড়া
R.TV বিজ্ঞাপন চূড়া

বাড়ো **বিক্রম**

চুক্তিগ্রহণ
কর্মসূলি
অমাচ যাওয়া ইন্দোনেশিয়া

নাম বিশেষণ

১০/১০

- ০১। বর্ণবাচক: নীল, আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা।
- ০২। গুণবাচক: চালাক ছেলে, ঠাঢ়া পানি, ভালো মানুষ।
- ০৩। অবস্থাবাচক: চলন্ত ট্রেন, তরুণ পদার্থ, তাজা মাছ।
- ০৪। ক্রমবাচক: একু টাকা, আট দিন। ১, ২, -
- ০৫। পূরণবাচক: তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান। ১২, ১৫-
- ০৬। পরিমাণবাচক: আধা কেজি চাল, অনেক লোক।
- ০৭। উপাদানবাচক: বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি।
- ০৮। প্রশ্নবাচক: কেমন গান? কতক্ষণ সময়?
- ০৯। নির্দিষ্টতাবাচক: এই দিনে, সেই সময়।

ভাব বিশেষণ

বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[ম.বো.'২২]

উত্তর: মন্ত্রী

যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে।

বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

(ক) নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদে কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন: খারাপ মানুষকে সবাই ঘৃণা করে (বিশেষ্যের বিশেষণ)। তিনি বিনয়ী (সর্বনামের বিশেষণ)।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:

০১। বর্ণবাচক: নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা।

০২। গুণবাচক: চালাক ছেলে, ঠাড়া পানি, ভালো মানুষ।

০৩। অবস্থাবাচক: চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ, তাজা মাছ।

০৪। ক্রমবাচক: এক টাকা, আট দিন।

০৫। পূরণবাচক: তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান।

০৬। পরিমাণবাচক: আধা কেজি চাল, অনেক লোক।

০৭। উপাদানবাচক: বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি।

০৮। প্রশ্নবাচক: কেমন গান? কতক্ষণ সময়?

০৯। নির্দিষ্টতাবাচক: এই দিনে, সেই সময়।

(খ) ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ দুই প্রকার:

০১। ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ: খুব সাবধানে থেকে।

০২। বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ: তুমি খুব সুন্দর

সর্বনাম → (নাম)

বিজেষ্য পরিষ্কৃত রূপে |

বর্ণনা থুঠ কৈলে (চূক)
↓
ক্ষয় আবেশ পত্র
↓
সর্বনাম

সর্বনাম

(৫)

১। [ব্যক্তি বাচক বা] পুরুষবাচকঃ আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, তাহারা, এরা,
ও, ওরা ইত্যাদি

(নিক্ত)

২। [আত্মবাচকঃ] স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।

(কাছ) (Near)

৩। [সামীক্ষ্যবাচকঃ] এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি

৪। [দূরত্ববাচকঃ] ঐ, ঐসব

→ প্রতিরোধ সময়

৫। **সাকুল্যবাচকঃ** সব, সকল, সমুদয়, তাৰত

৬। **প্রশ্নবাচকঃ** কে, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে

৭। **আনন্দষ্টতাজ্ঞাপকঃ** কোন, কেহ, কেউ, কিছু

৮। **ব্যতিহারিকঃ** আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, **প্ররূপ**

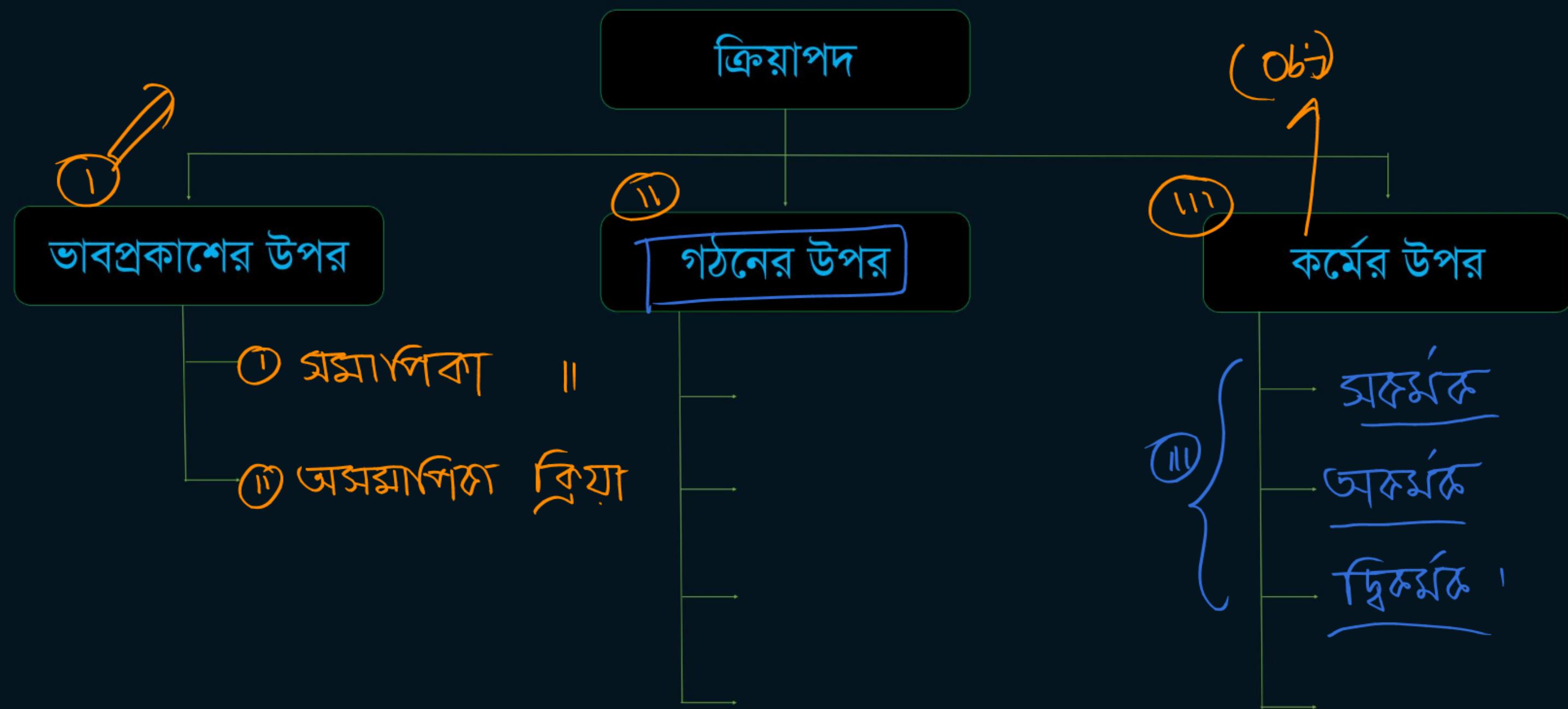
(চূড়ান্ত)

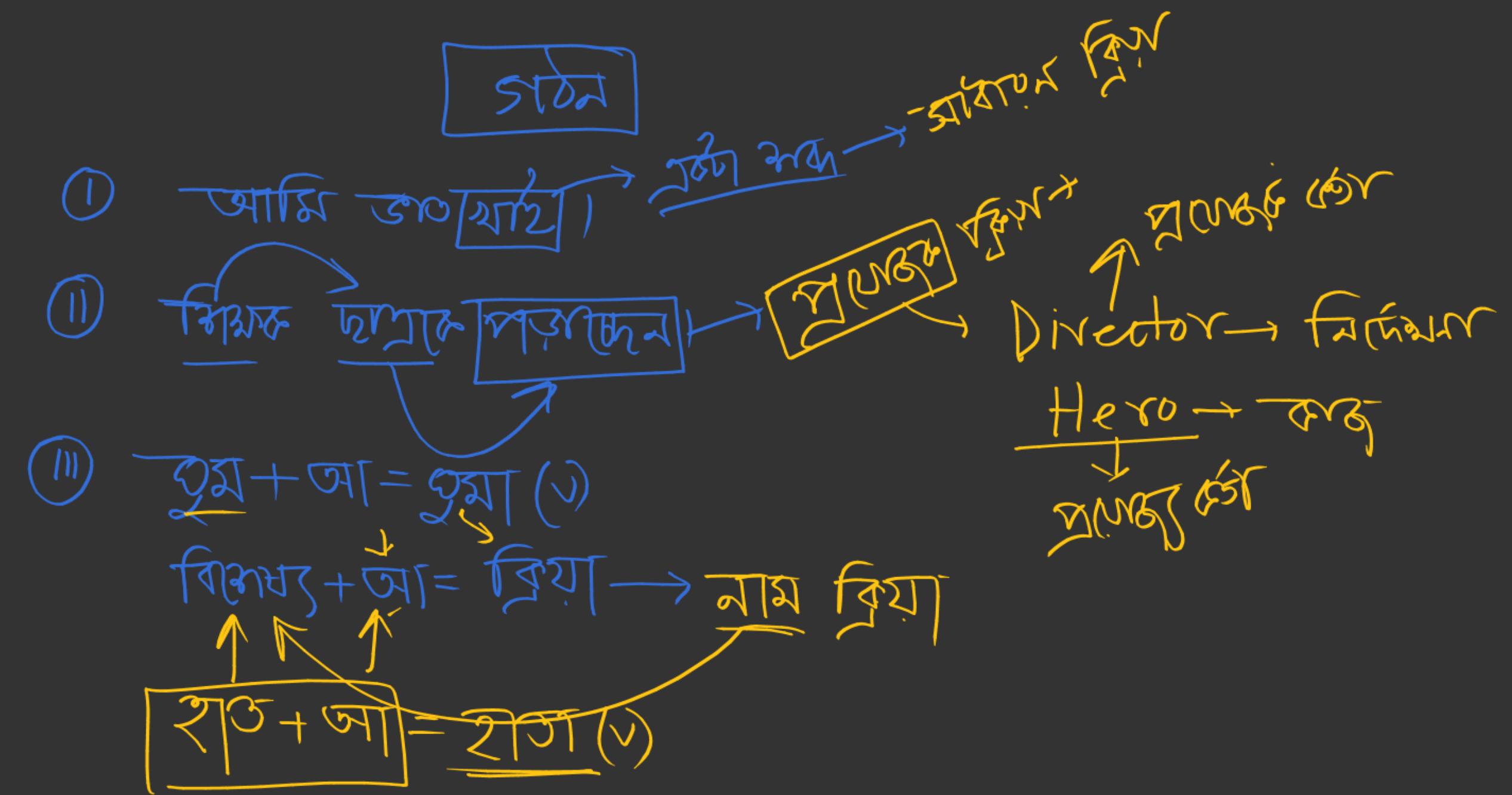
আপনাম

ক্রিয়াপদ

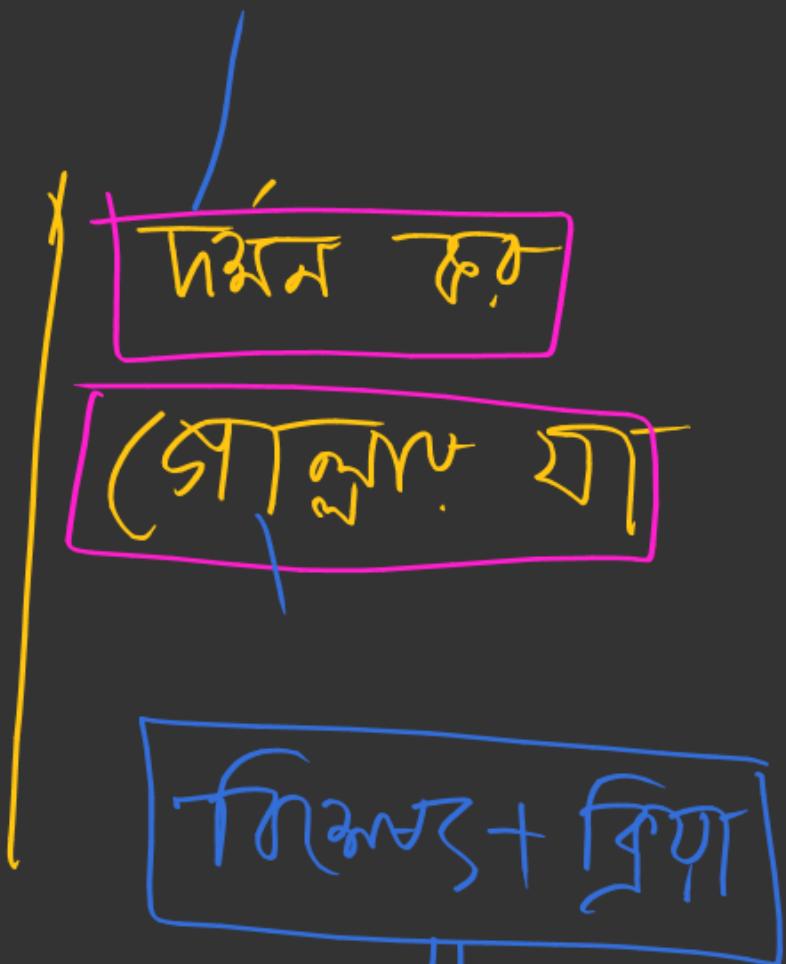
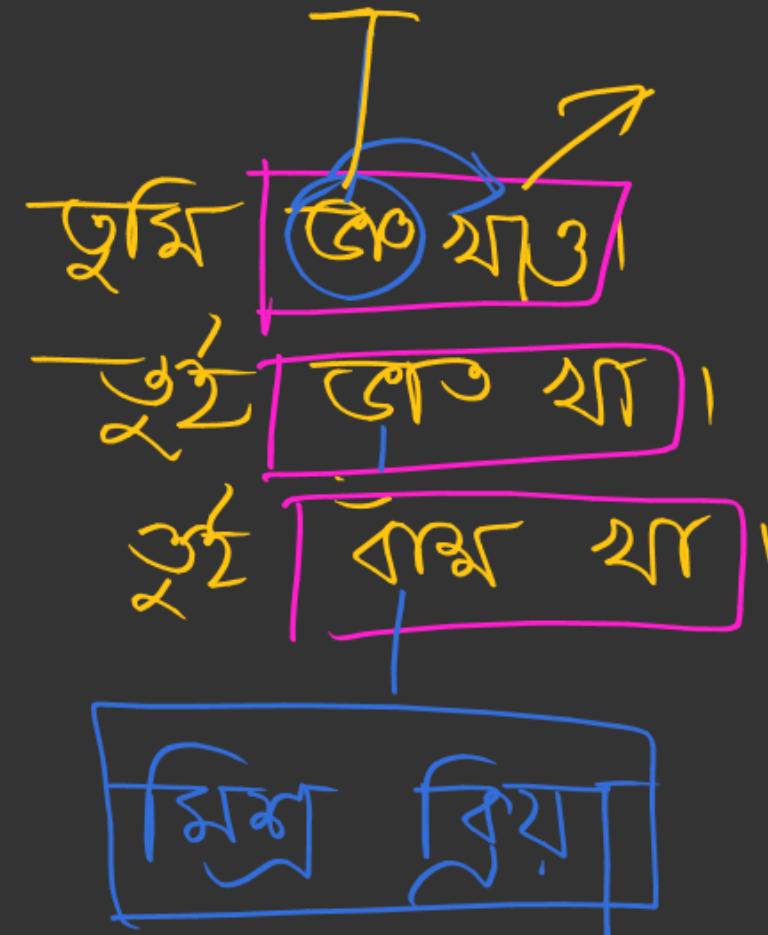
→ * * *

(কোজি বয়া)

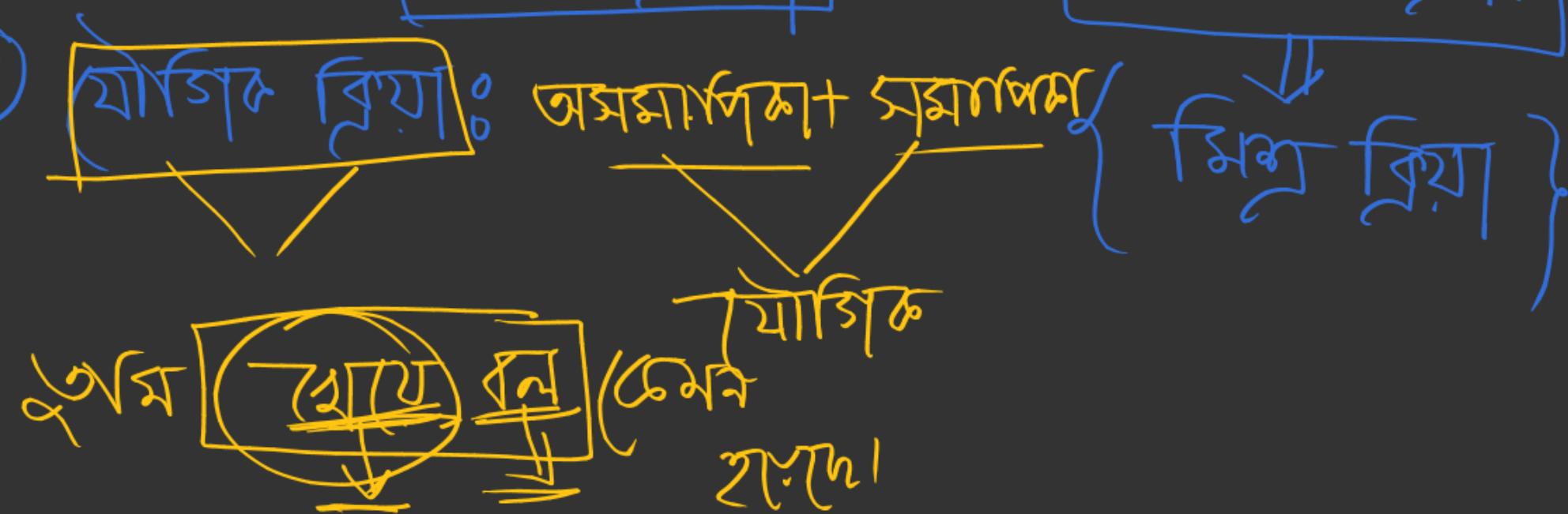




N

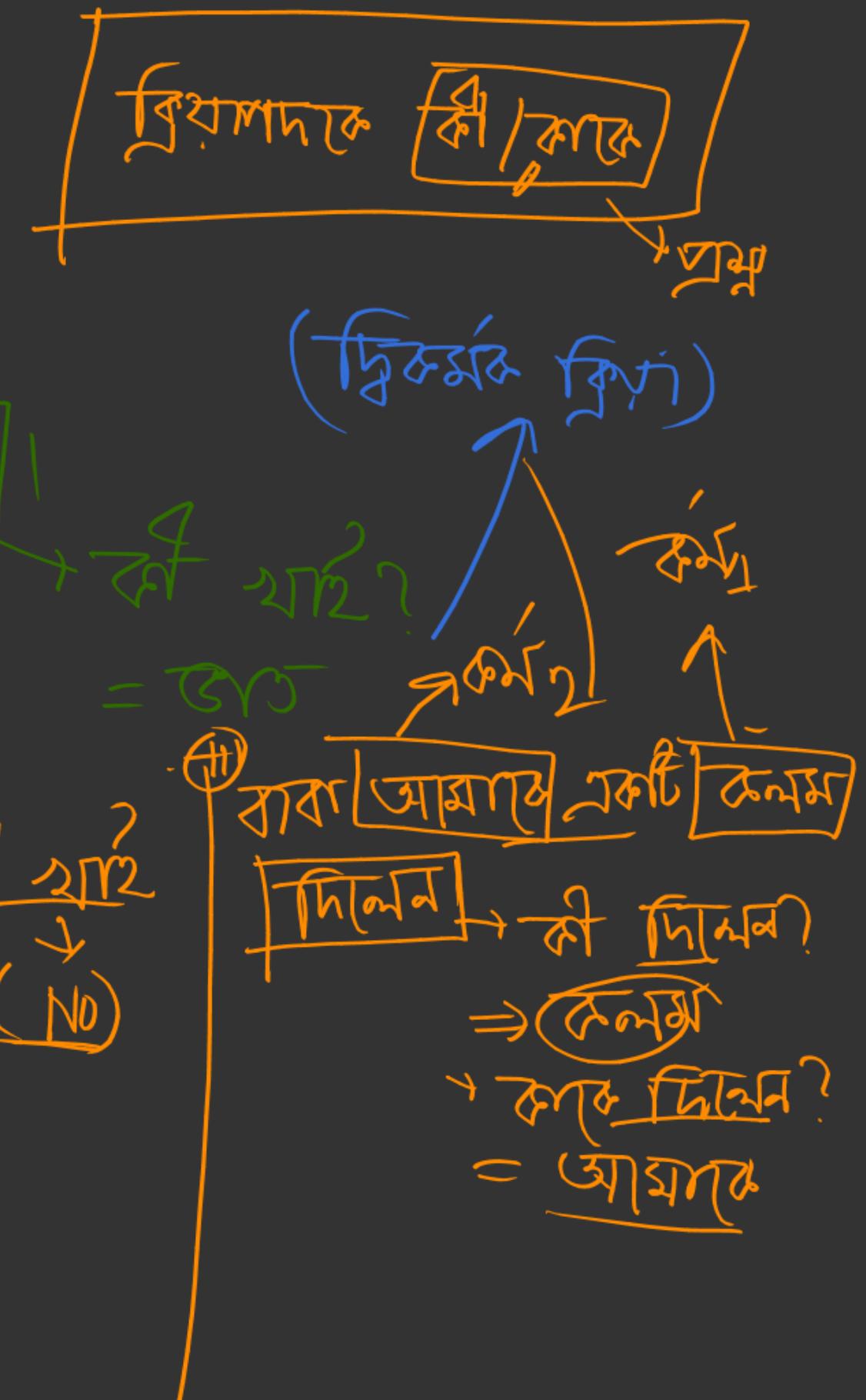
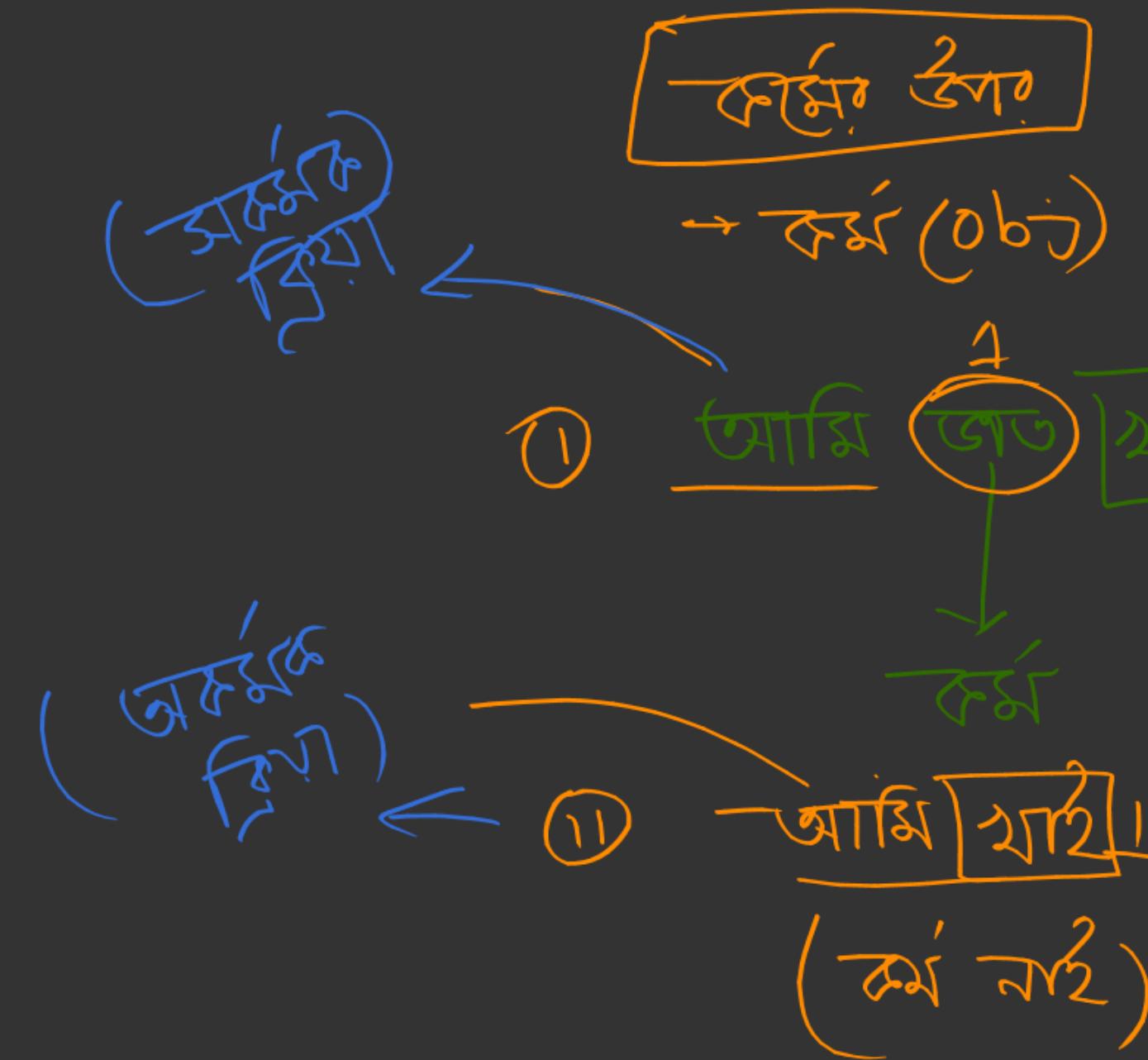


✓



ମିଶ୍ରଣ = ବିଜ୍ଞାପନ + କ୍ରିୟା

ପ୍ରୋତ୍ସହଣ = ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରିୟା + ସମାଜିକ କ୍ରିୟା



① অংগীকার → অংশুন্তরে প্রকল্প সম্ভব।

যেমনঃ আমি তত্ত্বাব্ধী

② অসংগীকার → অংশুন্তরে প্রকল্প সম্ভব না।

যেমনঃ আমি তত্ত্বাব্ধী ←--

আমি তত্ত্বাব্ধী -----

Y | N

ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

[ব.বো, দি.বো.'২৩; ঘ. বো.২৩]

২২: রা. বো, সি. বো.'২২ কু. বো.'১৭]

উত্তরঃ যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন: ছেলেরা বল খেলে। গাছে গাছে পাখি ডাকে।

ক্রিয়াপদের নানা শ্রেণিতে রয়েছে।

ক. ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা:

০১। সমাপিকা ক্রিয়া;

০২। অসমাপিকা ক্রিয়া।

০১। সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যের (ভাবের) পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন: দীপান্বিতা গান গায়। হিমেল বল খেলে। মুনি বই পড়ে।

০২। অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন:

সূর্য উঠলে..

আমি ভাত খেয়ে...

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া চার প্রকার।

যথা:

০১। সকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন: সে বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

০২। অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন: সে ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। এই বাক্যে 'ঘুমায়' হলো অকর্মক ক্রিয়া।

০৩। দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন। এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

~~০৪। প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তার যে ক্রিয়া অন্যকে দিয়ে করানো হয়, তাকে প্রযোজক বা নিজস্তি ক্রিয়া বলে।~~

~~যেমন: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।~~

~~দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')~~

গ. গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়ার্পাচ প্রকার। যথা:

০১। সরল ক্রিয়া: একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে।

যেমন: সে লিখছে। ছেলেরা মাঠে খেলছে।

০২। প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: তিনি আমাকে অংক করাচ্ছেন।

০৩। নামক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে 'আ' বা 'আনো' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন: বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে-'আনো' যুক্ত হয়ে হয় 'চমকানো'। এরূপ: কমায়, ছটফটায় প্রভৃতি।

০৪। সংযোগ বা মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: গান করা, উদয় হওয়া, কথা দেওয়া, ভাঙ্গন ধরা, লজ্জা পাওয়া, আচাড় খাওয়া ইত্যাদি।

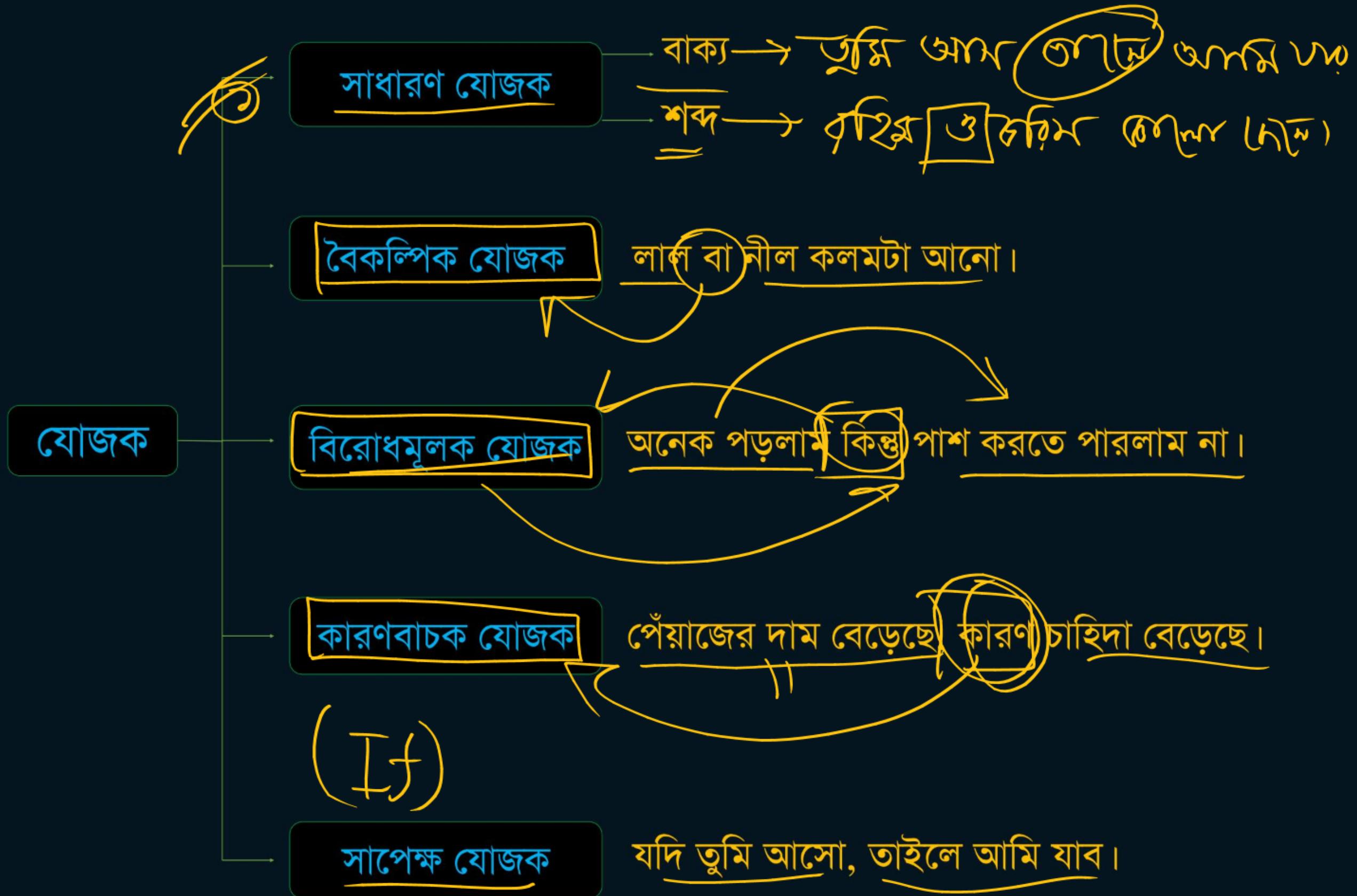
০৫। যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঁৰে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

যোজক

যে শব্দ একটি বাক্যের সাথে অন্য একটি বাক্যের বা বাক্যে অন্তর্গত একটি পদের সাথে অন্য পদের সংযোগ, বিয়োজন অথবা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে।

যেমনঃ তুমি ভালো করে পড় **তাহলে** পাশ করবে।





আবেগ শব্দ



যেসব শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে তেমন কোন সম্পর্ক না রেখে, মনের বিশেষ অনুভূতি - আনন্দ,
বেদনা, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা, করুণা, মমতা, হতাশা ইত্যাদি প্রকাশ করে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
তাদের আবেগ শব্দ বলে।

যেমনঃ ওরে বাপ রে! কত বড় সাপ
ধুর! কিছু ভালো লাগেনা।

♪

আবেগ শব্দ

প্রকারভেদঃ ৮

- (১) সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ [অনুমোদন, সম্মতি ও সমর্থন]
- (২) প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ [প্রশংসা বা তারিফ]
- (৩) বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ [অবৃজ্ঞা, ঘৃণা ও বিরক্তি]
- (৪) ভয় ও যন্ত্রনাবাচক আবেগ শব্দ [আতঙ্ক, যন্ত্রনা, কাতরতা]
- (৫) বিশ্বায়বাচক আবেগ শব্দ [আশ্চর্য]
- (৬) করুণাবাচক আবেগ শব্দ [করুণা ও সহানুভূতি]
- (৭) সম্মোধনবাচক আবেগ শব্দ [সম্মোধন বা আস্থান]
- (৮) আলংকারিক আবেগ শব্দ [অর্থহীন]

ইঠা, মণ্ডয়ে।

ই টা,

আবেগ-শব্দ কাকে বলে? আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[ঢ.বো, কু.বো.'২৩; ম.বো.'২৩; ২২, চ. বো.'২২; রা. বো., ব. বো.'১৯, সি. বো.'১৭]

উত্তরঃ

যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ-শব্দ বলে।

যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে!; বাহ! বড়ো চমৎকার ছবি।

আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ: ভাব প্রকাশের দিক থেকে আবেগ-শব্দ নানা প্রকারের হতে পারে।

যেমন:

(i) বিশ্ময়সূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিশ্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়।

যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে! অ্যাঁ, বলছ কী? ও ফিরে এসেছে!

(ii) প্রশংসাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ পায়।

যেমন: শাবাশ! খেলার মতো খেলা দেখালে। বাঃ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছে তো!

(iii) বিরক্তিসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিরক্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা প্রকাশ পায়।

যেমন: ছিঃ! এই কাজটি তোর কী যন্ত্রণা। এভাবে কত সময় দাঁড়িয়ে থাকব।

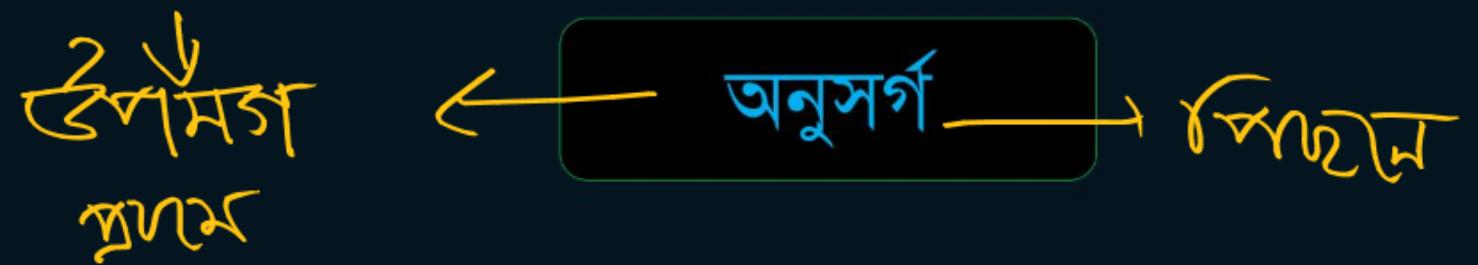
(iv) ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, ভয়, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
যেমন: উঃ!! পায়ে বড় লেগেছে। আঃ! কী বিপদ।

(v) করণাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে করণা, সহানুভূতি প্রকাশ পায়।
যেমন: হায়! হায়! এখন আমার কী হবে। আহা! লোকটি দেখতে পায় না।

(vi) সিদ্ধান্তসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।
যেমন: আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব। উঁহ!, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

(vii) সম্মোধনসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দ সম্মোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: হে বন্ধু! চলো ফিরে যাই গ্রামে। ওরে! তুই কোথায় চললি?

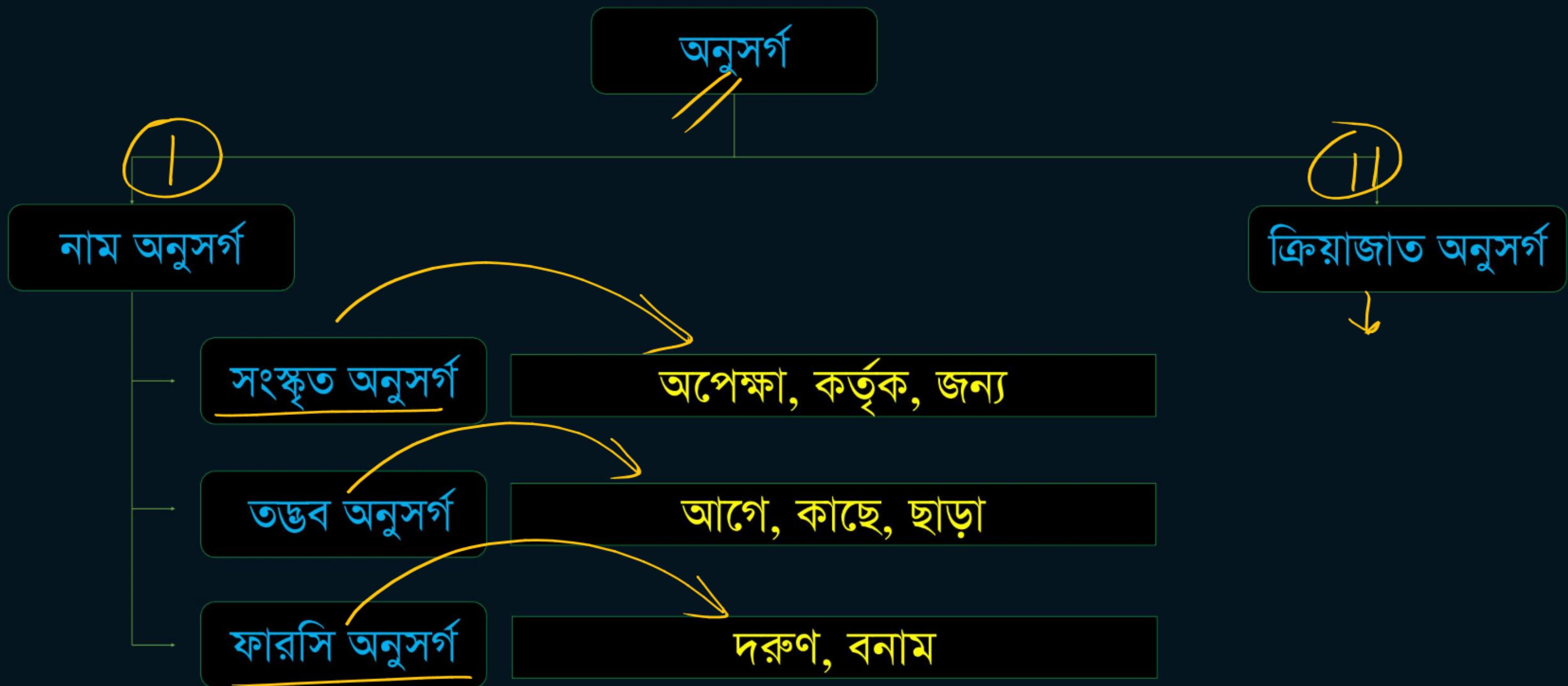
(viii) আলংকারিক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করতে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: দূর পাগল! তোকে সে কিছুই বলেনি। মা গো মা! লোকে এমন হাসাতেও পারে!



যে সব শব্দ বাক্যে অন্য কোনো পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে।

যেমনঃ হতে, চেয়ে, দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, অপেক্ষা, অবধি ইত্যাদি

- ভেড়াদিয়ে জমি চাষ হয়না।
- বিদান অপেক্ষা চরিত্রবান শ্রেয়।



নিচের অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশেণি নির্ণয় কর:

[রা, বো- '২৩]

আজ সারাদিন আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মৃদু বাতাস বইছে। রাজিব তাঙ্গা ছাতা
নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন
মনে গান গাইছি। উহ! বড় ঠান্ডা।

① যোগেশ্বর → বিশ্বেশ্বর

② যাদা → বিষ্ণু

③ বইছে → ব্রিজেন্স

④ তাঙ্গা = শিখেশ্বর

⑤ দৃঢ়ু = শিখেশ্বর

□ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি **বিশেষণ** পদ চিহ্নিত কর:

পদ্মাসেতু আর মেট্রোরেল বাংলাদেশের দুটি যুগান্তকারী [সাফল্য]। প্রমত্তা পদ্মার বুকে
অভাবনীয় গৌরবের প্রতীক পদ্মাসেতু। পক্ষান্তরে মেট্রোরেল ঢাকা মহানগরীর দুর্বিষহ
[যানজট] নিরসনে নতুন [সংযোজন]। গৌরবময় এই দুটি সাফল্য জাতি হিসেবে
বাংলাদেশকে সুদৃঢ় সাহস আর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে।

[চ,বো-'২৩]

- ① যুগান্তকারী
- ② প্রমত্তা
- ③ দুর্বিষহ
- ④ নতুন

□ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি **বিশেষণ** পদ চিহ্নিত কর:

[সি,বো-'২৩]

"আরু ছোটোমামা হয়েছে। আরু ছোটোমামা হয়েছে।" **আড়াই** বছরের মেয়ের সদ্য-
যুমতাঙ্গা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলি শব্দে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র
হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-। না, দরজার ছিটকিনি ও
খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না
তো? এর মধ্যে তার **পাঁচ** বছরের হেলেটা গন্ডার চেখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়,
"আরুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আরু তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?"

- | | |
|-----------------|----------|
| ① আড়াই ✓ | ⑫ দাঁচ ✓ |
| ⑭ তুমতাঙ্গা | ⑬ গন্ডা |
| ⑮ ডেক্টে-ডেক্টে | |

(দৃষ্টি ক্রিয়া)

□ নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ঘোগিক ক্রিয়া চিহ্নিত কর:

১) চাহিয়া দেখিলাম- হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে করিলাম, ওয়েলিংটন
হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে,
পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে
(ইতিপূর্বে) যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া
যাইতে পারে না।

২)

[ৰা. বো.'১৯]

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া-বিশেষণ চিহ্নিত কর:

[চ.বো.'১৯, রা. বো.'১৭]

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে
যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েকজনের
যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।

উত্তর: (i) হঠাৎ (ii) লাফিয়ে (iii) তাকিয়ে (iv) যায়-যায় অবস্থা (v) কষ্ট পেল।

আবার দেখা হবে!